

## পাঠ পরিকল্পনা-৯ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-১ : আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক জীবন

পাঠ-১১ : আসমানি কিতাব

সময় : ৩৫ মিনিট

| সময়                 | বিবরণ  |                          |                             |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| ৫ মিনিট              | উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পূর্বের পাঠের পুনরুল্লেখ, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী হওয়ার ৩টি যুক্তি' পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. আসমানী কিতাবে বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা কর।<br>২. আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন?   |                          |                             |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ১৫ মিনিট             | আসমানি কিতাব<br>কিতাব (كِتَابٌ) শব্দের সহজ অর্থ পুস্তক, গ্রন্থ, কিতাব, চিঠিপত্র, পুস্তিকা, অবশ্য পালনীয় কাজ, আদেশ, পরিমাণ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- prece of writing, record, paper, letter, note, message, document, book, <b>الْكِتَابُ</b> - The Kuran, The Holy Book বলে।<br>ইসলামের পরিভাষায় কিতাব বলতে এমন গ্রন্থকে বুঝায়, যা মানুষের পথনির্দেশের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণের প্রতি অবতারণ করা হয়। কিতাব, কিতাবুল্লাহ ও আসমানি কিতাব বলতে আল্লাহ প্রদত্ত সে সব কিতাবকেই বুঝায়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি ইত্যাদি সব কিছুই আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু।<br>আসমানি কিতাবে মানবজাতির হিদায়েতের পথনির্দেশন এবং জীবন চলার সকল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। তাই কুরআনকে মানবজাতির সংবিধান বলা হয়। আসমানী কিতাবে বিশ্বাস মানুষকে ইসলামের পথে চলতে সাহায্য করে, নৈতিকার পথে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ কুরআনে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। |                          |                             |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ৫ মিনিট              | আসমানি কিতাবের সংখ্যা<br>আসমানি কিতাব ১০৪টি। তন্মধ্যে ৪টি বড় কিতাব। বাকী ১০০টি ছোট, যেগুলোকে সহীফা বলা হয়।<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>কিতাবের নাম</th> <th>যে রাসূলের ওপর নাযিল হয়</th> <th>যে জাতির প্রতি নাযিল হয়</th> <th>সহীফা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১. তাওরা (ইবরানী)</td> <td>হযরত মুসা (আ)</td> <td>বনী ইসরাঈল</td> <td>হযরত আদাম (আ)-১০টি সহীফা</td> </tr> <tr> <td>২. যাবুর (ইউনানী)</td> <td>হযরত দাউদ (আ)</td> <td>বনী ইসরাঈল</td> <td>হযরত ইবরাহীম (আ)-১০টি সহীফা</td> </tr> <tr> <td>৩. ইঞ্জিল (সুরয়ানী)</td> <td>হযরত ঈসা (আ)</td> <td>বনী ইসরাইল ও খ্রিস্টান</td> <td>হযরত ইদরীস (আ)-৩০টি সহীফা</td> </tr> <tr> <td>৪. কুরআন (আরবী)</td> <td>হযরত মুহাম্মদ (স)</td> <td>সমগ্র মানবজাতির জন্য</td> <td>হযরত শীস (আ) -৫০টি সহীফা</td> </tr> </tbody> </table>   | কিতাবের নাম              | যে রাসূলের ওপর নাযিল হয়    | যে জাতির প্রতি নাযিল হয় | সহীফা | ১. তাওরা (ইবরানী) | হযরত মুসা (আ) | বনী ইসরাঈল | হযরত আদাম (আ)-১০টি সহীফা | ২. যাবুর (ইউনানী) | হযরত দাউদ (আ) | বনী ইসরাঈল | হযরত ইবরাহীম (আ)-১০টি সহীফা | ৩. ইঞ্জিল (সুরয়ানী) | হযরত ঈসা (আ) | বনী ইসরাইল ও খ্রিস্টান | হযরত ইদরীস (আ)-৩০টি সহীফা | ৪. কুরআন (আরবী) | হযরত মুহাম্মদ (স) | সমগ্র মানবজাতির জন্য | হযরত শীস (আ) -৫০টি সহীফা |
| কিতাবের নাম          | যে রাসূলের ওপর নাযিল হয়   | যে জাতির প্রতি নাযিল হয় | সহীফা                       |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ১. তাওরা (ইবরানী)    | হযরত মুসা (আ)  | বনী ইসরাঈল               | হযরত আদাম (আ)-১০টি সহীফা    |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ২. যাবুর (ইউনানী)    | হযরত দাউদ (আ)  | বনী ইসরাঈল               | হযরত ইবরাহীম (আ)-১০টি সহীফা |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ৩. ইঞ্জিল (সুরয়ানী) | হযরত ঈসা (আ)   | বনী ইসরাইল ও খ্রিস্টান   | হযরত ইদরীস (আ)-৩০টি সহীফা   |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ৪. কুরআন (আরবী)      | হযরত মুহাম্মদ (স)  | সমগ্র মানবজাতির জন্য     | হযরত শীস (আ) -৫০টি সহীফা    |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ৫ মিনিট              | সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন<br>কুরআন শব্দের অর্থ অধিক পঠিত। এটি পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কুরআন পড়া অত্যাবশ্যিক। কুরআন ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে, ফলে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান মানুষ সহজে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে। কুরআনে ১১৪টি সূরা রয়েছে। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর নির্দেশের তা সংরক্ষণ করেন এবং বর্তমান ক্রমধারায় সুসংরক্ষিত অবস্থায় আমাদের কাছে চলে আসছে, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।<br>কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো হলো- ১. পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ২. অপরিবর্তনীয়, ৩. বিশ্বজনীন গ্রন্থ, ৪. শ্রেষ্ঠ আইন গ্রন্থ, ৫. জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস, ৬. চির অবিকৃত ও নির্ভুল গ্রন্থ, ৭. সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, ৮. অত্যাচ ভাষার সুখমা।  |                          |                             |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |
| ৫ মিনিট              | <b>শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন</b><br>জনাব আকরাম সাহেব একজন প্রসিদ্ধ লেখকের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকা লেখক লিখেছেন, "পাঠকের কাছে কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাকে জানালে আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।" লেখকের বক্তব্যটি পড়ার পর আকরাম সাহেবের মনে পড়ে সেই গ্রন্থটির কথা যা আজও অপরিবর্তনীয় এবং যার শুরুতেই নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তার বন্ধু সাদিক সাহেবকে জানালে তিনি বলেন, "গ্রন্থটি শুধু অপরিবর্তনীয় নয়, এটি সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারি।"<br>ক. সহীফা শব্দের অর্থ কী?<br>খ. আসমানি কিতাব বলতে কী বোঝায়?<br>গ. আকরাম সাহেব অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ বলতে কোন গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর।<br>ঘ. সাদিক সাহেবের উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।  |                          |                             |                          |       |                   |               |            |                          |                   |               |            |                             |                      |              |                        |                           |                 |                   |                      |                          |